পাক্ষিক

আহমদী

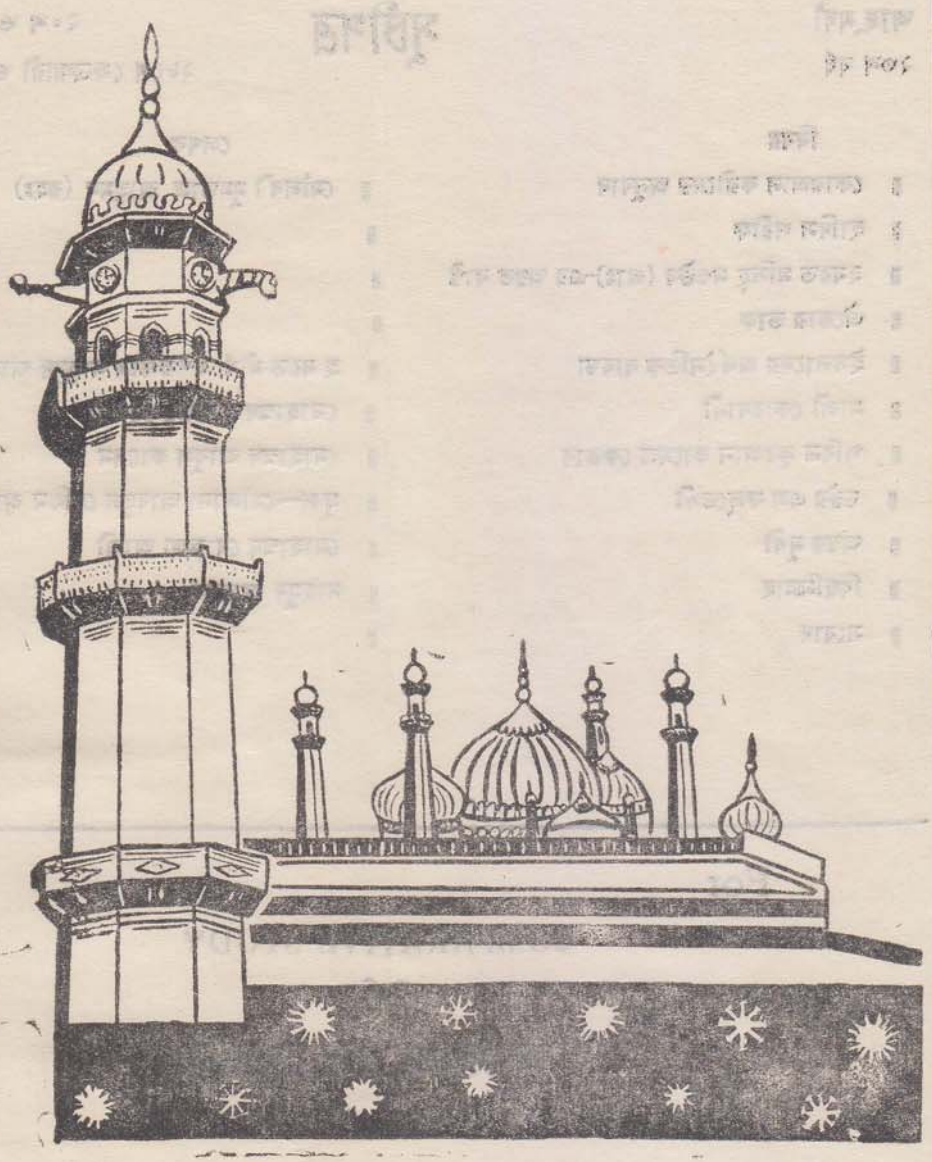

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা | ২০শ ও ২১শ সংখ্যা | বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা | ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১৫ই মার্চ, ১৯৭০ : | অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

২০শ ও ২১শ সংখ্যা
২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১৫ই মার্চ, ১৯৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৯৩
হাদিস শরীফ		৩৯৫
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী		৩৯৬
ঐক্যের ডাক		৩৯৯
ইসলামের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (খলিফাতুল মসিহ্ সানী)	৪০১
মালী কোরবানী	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	৪০৩
পবিত্র কুরআন কামেল কেতাব	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	৪০৫
ডক্টর এল ফল্‌ডেসী	মূল—মৌলানা আবদুল হেকিম আকমল	৪০৯
অন্তর মুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৪১১
বিছমিল্লাহ	মাহমুদ আহমদ	৪১২
সংবাদ		৪১৪

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২৩শ বর্ষ : ২৮শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৭০ সন : ৮শে তবলীগ : ১৩৪৯ হিজরী শামসী : ২০শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

৬ষ্ঠ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৯। এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমার পূর্বে রসুলগণ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়াছিলাম এবং আল্লার আদেশ ব্যতীত রছুলের পক্ষে কোন নিদর্শন আনয়ন করা সম্ভব ছিলনা এবং প্রত্যেক নির্দ্ধারিত কালের জন্য (আল্লার) লিপি রহিয়াছে।

৪০। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন এবং (যাহাকে ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই নিকট রহিয়াছে বিধান সমূহের উৎস)।

৪১। এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি যদি তাহার কিয়দংশ তোমার (জীবিতাবস্থায়) তোমাকে প্রদর্শন করি অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটাই (ইহাতে কিছু আসে যায় না) কারণ তোমার উপর শুধু পয়গাম পৌঁছাইবার দায়িত্ব এবং আমাদের উপর বিচারের ভার।

৪২। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা দেশকে চতুর্দিক হইতে সঙ্কুচিত করিয়া চলিয়া আসিতেছি এবং আল্লাহ (প্রত্যেক বিষয়ে) মীমাংসা করেন। তাহার মীমাংসার কোন পরিবর্তন করি নাই। এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৪৩। এবং তাহাদের পূর্ববর্তীরাও (নবীগণের বিরুদ্ধে এইরূপ শত্রুতামূলক) আয়োজন করিয়াছিল (কিন্তু ফলদায়ক হয় নাই) পরন্তু সর্বপ্রকার (ফলদায়ক) আয়োজন আল্লার আয়ত্বাধীন তিনি জানেন প্রত্যেক প্রাণী যাহা সম্পন্ন করে। এবং অচিরেই কাফিরগণ জানিতে পারিবে পরকালের (শুভ) পরিনাম কাহার জন্য নির্ধারিত।

৪৪। এবং যাহারা (তোমাকে) অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে তুমি (আল্লার) প্রেরিত নহ। (তাহাদিগকে) তুমি বল যে, আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের মধ্যে যথার্থ সাক্ষী এবং যাহাদের নিকট এই (পবিত্র) গ্রন্থের জ্ঞান সমাগত হইয়াছে (তাহারাও সাক্ষী)।

★

হাদিস শরীফ

আল্লার জিকির

(১)

হযরত আবু মূছা হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুলে করিম বলিয়াছেন,—যে আল্লার জিকির করে এবং যে আল্লার জিকির করে না, তাহাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়। —বোখারী, মোছলেম।

(২)

হযরত আবু হোরায়রাহ্, হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলিয়াছেন. যে কাওম আল্লার জিকির করে তাহাদিগকে ফেরেশ্‌তাগণ ঘিরিয়া রাখে, রহমত তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে এবং শান্তি তাহাদের উপর নাজেল হয়. এবং আল্লার নিকট যাহারা থাকে, তাহাদের নিকট তিনি তাহাদিগকে স্মরণ করেন। —মোছলেম

(৩)

উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলিয়াছেন—নিশ্চয়ই আল্লার এমন ফেরেশ্‌তা-গণ আছে, যাহারা জেকেরকারী লোকগণকে জনপদে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যখন তাহারা কোন এক দলকে আল্লার জিকির করিতে দেখে, তাহারা ঘোষনা করে তোমাদের যাহা দরকার তাহার জন্য আস। তখন তাহারা এই পৃথিবীতে তাহাদের ডানা দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের অবস্থা জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাগণ কি বলে? তাহারা বলে—তাহারা আপনার তছবীহ্, তকবীর, তাহ্‌মীদ এবং তামজীদ পড়ে। তিনি বলেন—তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? তাহারা বলে আল্লার কছম, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। তখন তিনি বলেন, যদি তাহারা আমাকে দেখে. তখন কিরূপ হইবে? তাহারা বলে—যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পারে তাহারা আপনার আরও বেশী এবাদত করিবে, আরও বেশী তমজীদ ও তছবীহ পড়িবে।

—বোখারী, মোছলেম।

(৪)

হযরত এব্‌নে আব্বাছ হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলিয়াছেন—আদম সন্তানের হৃদয়ে শয়তান হেলান দিয়া বসে। যখন সে আল্লাকে স্মরণ করে, সে পশ্চাতে যায়; এবং যখন সে অসতর্ক থাকে, সে মন্দ কাজ করিতে থাকে, সে মন্দ কাজ করিতে তাহাকে গোপনে বলে।

—বোখারী

(৫)

হযরত আবু হোরায়রাহ্ হইতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলিয়াছেন—মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেন যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিকট আছি; এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তাহার সঙ্গে আছি। যদি সে তাহার মনে আমাকে স্মরণ করে আমি আমার মনে তাহাকে স্মরণ করি; এবং যখন সে কোন লোকের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তাহাদের চেয়েও উত্তম সঙ্গীদের মধ্যে তাহাদের স্মরণ করি।

—বোখারী, মোছলেম

★

অমৃত বানী

খোদাতা'লা স্বয়ং এই ইসলামকে সঞ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করেন। এই সুমহান কার্য সাধনের জন্য, তাঁহার তরফ হইতে এক মহা পরিকল্পনা, যাহা সকল দিক দিয়া ফলপ্রদ হয়, প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহা-জ্ঞানী ও সর্ব-শক্তিমান খোদা জগদ্বাসীর সংস্কারের জন্য এই অধমকে প্রেরিত করিয়া তাহাই করিয়াছেন এবং জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সত্যের সাহায্য ও ইসলাম প্রচার কার্যকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন।

সেই শাখা সমূহের মধ্যে প্রথম শাখা হইল তালিফ ও তসনীফ' বা প্রণয়ন ও প্রকাশ বিভাগ। এই বিভাগের কার্য নির্বাহের ভার এই অধমের হস্তে সোপর্দ করা হইয়াছে এবং এই অধমকে সেই ঐশী জ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহা মানবীয় শক্তিতে নয়, খোদাতালার শক্তিতেই লাভ হইতে পারে এবং যাবতীয় অসুবিধা মানবের চেষ্টায় নহে, বরং পবিত্রাত্মার সাহায্যে সমাধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শাখা—এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিবার কার্য। খোদাতা'লার আদেশে পূর্ণরূপে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করিবার উদ্দেশ্যে এই কার্য জারি আছে। ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি অন্য জাতি সমূহের নিকট পূর্ণরূপে পেশ করিবার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত বিংশতী কুড়ি সহস্রেরও অধিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনানুসারে ভবিষ্যতেও সর্বদা প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

তৃতীয় শাখা—এই প্রতিষ্ঠানের অতিথিগণ এবং সত্যের অনুসন্ধানে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমণকারী লোকগণ, যাঁহারা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই শাখাও অনবরতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যদিও মাঝে মাঝে লোক সমাগম কিছু কম হয়, কিন্তু কখনো কখনো খুব উদ্যমের সহিত অতিথি সমাগম আরম্ভ হয়। ফলতঃ, সাত বৎসরে ষাট হাজারেরও কিছু অধিক মেহমান আগমণ করিয়া থাকিবেন। এই সকল অতিথিগণের মধ্য হইতে যোগ্য ব্যক্তিদিগকে বক্তৃতার সাহায্যে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ পৌঁছান হইয়াছে, তাহাদের সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে ও তাহাদের দুর্বলতা দূরীভূত করা হইয়াছে, তাহা খোদাতা'লাই অবগত আছেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই মৌখিক বক্তৃতা, যাহা প্রশ্নকারীগণের প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে বা দেওয়া হইয়া থাকে কিংবা স্থান ও অবস্থা বিশেষে নিজ হাতে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা কোন কোন দিক দিয়া পুস্তকাদি প্রকাশের কার্যের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণকর ফলপ্রদ ও দ্রুত হৃদয়-গ্রাহী প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কারণে সকল নবী এই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। খোদাতালার কালাম ব্যতীত, যাহা বিশেষভাবে

বরং লিপিবদ্ধ হইয়া, প্রচারিত হইয়াছে, নবীগণের অবশিষ্ট যত বাণী আছে তৎসমুদয়ই আপন আপন অবস্থা বিশেষ বক্তৃতার আকারে প্রচারিত হইয়াছে। নবীগণের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা পবিত্রাত্মা হইতে শক্তি লাভ করিয়া এক বিচক্ষণ বক্তার ন্যায় প্রয়োজনকালে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শ্রোতাদের অবস্থানুযায়ী বক্তৃতাদি করিতেন। কিন্তু তাঁহারা এ যুগের বাক্যবাগীশদের মত ছিলেন না, যাহাদের বক্তৃতার উদ্দেশ্য কেবল নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রকাশ করা, কিম্বা নিজেদের ভ্রান্ত যুক্তিজাল এবং কটুতর্ক দ্বারা কোন সরল-চিত্ত ব্যক্তিকে নিজেদের ফাঁদের ভিতরে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগকে নিজেদের চেয়েও অধিক জাহান্নামের ভাগী করা; বরং নবীগণ অতি সরল ভাবে কথা বলিতেন এবং যাহা নিজ হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত, তাহাই তাঁহারা অপরের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন; তাঁহাদের পবিত্র বাণী সম্পূর্ণ অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হইত এবং তাঁহারা শ্রোতৃবর্গকে খোশগল্প বা উপন্যাস স্বরূপ কিছু শুনাইতেন না, বরং তাহাদিগকে রুগ্ন দেখিয়া এবং বিবিধ প্রকারের আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখিয়া চিকিৎসা স্বরূপ তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, কিংবা অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতেন। তাঁহাদের কথাবার্তায় শব্দ অল্প, কিন্তু অর্থ অধিক থাকিত।

সুতরাং এ অধমও এই নীতিই পালন করিয়া আসিতেছে এবং অতিথি অভ্যাগতগণের ক্ষমতা ও তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং তাহাদের দুরারোগ্য ব্যধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্বদাই বক্তৃতার অধ্যায় উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।"

কেননা অন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া তাহা রোধ করিবার জন্য তৎপ্রতি প্রয়োজনীয় সদুপদেশের তীর নিক্ষেপ করা এবং বিকৃত নৈতিকতাকে স্থান-চ্যুত অঙ্গের অবস্থায় পাইয়া উহাকে যথাকারে স্ব-স্থানে স্থাপনের চিকিৎসা রোগীর সাক্ষাতে হওয়াই সমীচীন এবং অন্য কোন পন্থায় যথাবিহিতভাবে হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই খোদাতা'লা কয়েক সহস্র নবী ও রসুল প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের সাহচর্য লাভ করিতে আদেশ দেন, যেন প্রত্যেক যুগের লোক চাক্ষুষ আদর্শ পাইয়া এবং তাঁহাদের সত্বাকে মূর্ত ঐশীবাণীরূপে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে যত্নবান হয়। যদি সাধু সঙ্গ লাভ করা ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের অন্তর্গত না হইত, তবে খোদাতা'লা রসুল ও নবীগণকে না পাঠাইয়া অন্য কোন উপায়েও তাঁহার বাণী অবতীর্ণ করিতে পারিতেন; কিম্বা কেবল প্রাথমিক যুগেই রসুল-প্রেরণ কার্য সীমাবদ্ধ রাখিতেন এবং ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য নবী, রসুল এবং ওহি প্রেরণ কার্য বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু খোদাতা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তাহা কখনো মঞ্জুর করে নাই এবং প্রয়োজন মতে অর্থাৎ যখনই ঐশী প্রেম, ঐশী উপাসনা ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় জগতে হ্রাস পাইয়াছে, তখন পবিত্র পুরুষগণ খোদাতা'লা হইতে বাণী প্রাপ্ত হইয়া আদর্শরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। এই দুইটি বিষয় পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। যদি সৃষ্ট-জীবের সংস্কারের প্রতি সর্বদাই খোদাতা'লার দৃষ্টি থাকিয়া থাকে, তবে সর্বদাই এরূপ লোকের আবির্ভাব হওয়াও একান্ত আবশ্যক, যাঁহাদিগকে খোদাতা'লা আপন বিশেষ ইচ্ছায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করেন এবং স্বীয় অভিষ্ট পথে অবিচলিত রাখেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা এক সুনিশ্চিত ও সর্ববাদী সম্মত বিষয় যে, এই সুমহান কার্য, জগদ্বাসীর সংস্কার সাধন, কেবল কাগজের ঘোড়া দৌড়াইয়া সাধিত হইতে পারে না। এই কার্য-সাধনের জন্য

সেই পথেই পদ-বিক্ষেপ করা আবশ্যক যে পথে প্রাচীন কাল হইতে খোদাতা'লার পবিত্র নবীগণ পদ-বিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। ইসলাম প্রারম্ভ হইতেই এই কার্যকরী ও ফল-প্রদ পন্থাকে এরূপ দৃঢ়তা সহকারে প্রচলন করিয়াছে যে, ইহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যায় না। অন্যত্র কে এরূপ সুবৃহৎ জামাতের অস্তিত্ব দেখাইতে পারে, যাহা সংখ্যায় দশ সহস্র হইতেও বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পূর্ণ আনুগত্য, বিনয়, আত্মত্যাগ সহকারে একেবারে আত্মভোলা হইয়া সত্য লাভ করিবার ও সত্যবাদীতা শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নবীর দ্বারে দিবা রাত্র পড়িয়া থাকিত? অবশ্য হযরত মূসা (আঃ)-এর জামাত লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা যে কি প্রকার ও কতখানি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল এবং আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য ও নিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত ও বিবর্জ্জিত ছিল, তাহা বাইবেল ও ইহুদীদের ইতিহাস হইতে পাঠকগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিষ্য মণ্ডলী আপন রসুল-মকবুলের অনুসরণে এরূপ ঐক্য ও আধ্যাত্মিক নৈকট্য অর্জন করিয়াছিলেন যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিক দিয়া সত্য-সত্যই তাঁহারা একাঙ্গ স্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কার্য-কলাপে এবং তাঁহাদের অন্তর ও বাহিরে নবীর জ্যোতি এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই যেন আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এই মহা মোজেজা, যাহার ফলে উদ্ভট পৌত্তলিকগণ পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্‌র উপাসকে পরিণত হইয়াছিল এবং নিয়ত সংসার পূজায় নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ প্রকৃত প্রেমাস্পদ খোদার সহিত এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল যে, তাঁহার পথে জলের ন্যায় নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, ইহা প্রকৃতপক্ষে এক সত্য ও কামেল নবীর সাহচর্যে নিষ্ঠার সহিত জীবন যাপন করিবার ফল। সুতরাং এই ভিত্তির উপরেই এই সিলসিলাকে কায়েম রাখিবার জন্য, এই অধম প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার আকাঙ্খা যে, সহচরগণের মণ্ডলী আরো অধিক প্রসারিত ও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক এবং যাঁহারা ঈমান, প্রেম ও নিশ্চিত জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার আগ্রহ রাখেন, তাঁহারা যেন দিবা-রাত্র সাহচর্যে থাকিতে পারেন এবং সেই জ্যোতি দর্শন করিতে পারেন, যাহা এই অধম দর্শন করিয়াছে এবং তাঁহারা ইসলাম প্রচারের জন্য সেই আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিতে পারেন, যাহা এই অধম লাভ করিয়াছে, যেন ইসলামের আলো দুনিয়াতে সর্ব-সাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইতে পারে এবং মুসলমানদের ললাট হইতে ঘৃণা ও অপমানের কালিমা বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। এই সুসংবাদ দিয়াই মহামহিমাময় খোদা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ—

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید -
و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد

'ধীরে ধীরে চল, তোমার সময় সন্নিকট; মুসলমানদের পদ উচ্চতর মিনারের উপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

★

ঐক্যের ডাক

লাহোরের 'লাইট' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক লাহোরী জমাতের (সাধারণতঃ পয়গামী নামে পরিচিত) বিশিষ্ট সদস্য মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব হজরত খলিফাতুল মসিহ্ তৃতীয় এর নেতৃত্বাধীন রাবওয়ায় সদর দফতর বিশিষ্ট আহ্মদীয়া জমাতে যোগদান করিয়াছেন।

আহ্মদীয়া জমাতে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিত ও ১৯৬৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক আলফজল পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে তিনি বলেন যে, মসিহ্ মওউদ (রাঃ)-এর ওপর নাজেলকৃত ওহির পরিপ্রেক্ষিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—দুই জামাতের মধ্যে বিরোধের আপোষ নিষ্পত্তি উদ্দেশ্যে তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ওহিটি ছিল

يصلح الله جماعتى ان شاء الله تعالى

অর্থাৎ, আল্লাহ আমার জামাতে পূর্ণগঠন (বা আপোষ নিষ্পত্তি) সাধন করিবেন।

ব্যাখ্যা টীকায় তিনি হজরত খলিফাতুল মসিহ-আউয়াল-এর বক্তব্যের প্রতি জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, হজরত খলিফাতুল মসিহ্ আউয়াল একাধিকবার শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই শক্তির গোপন চাবিকাঠি নিহিত থাকার বিষয়টির প্রতি জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস এ বাস্তবসত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, খেলাফতের কর্তৃত্ব অবলুপ্তির সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি বিলুপ্ত হয় ও উহা ধ্বংসের পথে আগাইয়া যায়।

মওলানা ইয়াকুব খান এ সত্য গোপনের কোন প্রচেষ্টা করেন নাই যে, তৃতীয় খলিফার দৃঢ় ও অনাবিল ব্যক্তিত্বে তিনি গভীরভাবে অভিভূত হইয়াছেন এবং এ জমাতে তাহার যোগদান তাহার সেই ধারণার অকপট ফলশ্রুতি।

যে কাহারো চাইতে লাহোরী জামাত সম্পর্কে অধিক ওয়াকেফহাল হইয়াও তিনি নির্দ্বিধায় একথা বলিতে পারিয়াছেন যে, মসিহ্ মওউদের দুই বিরুদ্ধবাদী মওলবী মোহাম্মদ হোসেন ও মওলবী সানাউল্লার তদানীন্তন ভূমিকা ব্যতীত লাহোরী জামাত এক্ষণে অন্য কোন ভূমকা পালন করিতেছেনা। আহ্মদীয়া জামাত যেন কোন প্রকারে অগ্রগতি সাধন করিতে না পারে তজ্জন্য উক্ত দুই ব্যক্তি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। লাহোরী জমাতের অনুসৃত ও কর্মপন্থা মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর নামে অসত্য প্রচারে ব্রতী। মসিহ্ মওউদের নাম উল্লেখ করা জঘন্য অপরাধ—ইহা উক্ত জমাতটির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারন। তিনি আরও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করেন যে, লাহোরী জামাতে মামুরের শিক্ষা হইতে আলোক গ্রহণে বিরত হইবার পর হইতে তাহাদের উপর হইতে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং ইহার জলজ্যান্ত উদাহরণ হইলঃ তাহাদের গর্বের উৎস চালু মিশনটি বন্ধ হইয়া যাওয়া। পক্ষান্তরে রাবওয়া জামাত দ্রুতঅগ্রগতি লাভ করিতেছে। লাহোরী জমাতের প্রচারকরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, যাহাদের নিকট তাহারা মতাদর্শ প্রচার করেন তাহারা অবশেষে গিয়া রাবওয়া জামাতে বয়াত গ্রহণ করে

মওলানা ইয়াকুব খানের মতে দেশব্যাপী জামাত সদস্যদের সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত লাহোরী জামাতের কর্মকর্তাগণ সফর শেষ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যেখানেই তাহারা গিয়াছেন তথায় তাহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, জামাতগুলি জীবনের উত্তাপ বিহীন নিস্পন্দ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি প্রস্তাব করেন যে, লাহোরী জামাত মতাদর্শের ক্ষেত্রে উভয় জামাতের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য দেখিতে পাইলে উভয় জামাতের প্রধানের উচিৎ চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে এক বিতর্ক বৈঠকের আয়োজন করা। তিনি নিজের আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দুই নেতার চেহারাই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিবে তাহাদের মধ্যে কে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ পুষ্ট।

প্রথম খলিফার ওফাতের পর দ্বিতীয় খলিফার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে খলিফার পদে আসীন হইলে যাহারা লাহোরে অতিক্ষুদ্র সমর্থন লইয়া পৃথক জামাত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের উপর দোষারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তখন তিনিও ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি দেখিয়াছিলেন মসজিদে নূরে সমবেত প্রায় সকল সদস্য হযরত মীর্জা মাহমুদ আহমদকে দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত করিয়াছিল। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পৃথক জামাত গঠন জামাতকে ভাঙ্গিয়া দুর্বল করার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছু নহে।

উপসংহারে তিনি বলেন, পার্থক্য করণ ও ভাঙ্গনের জন্য আমরাই দায়ী এবং পার্থক্য বিলোপ করার দায়িত্বও তাই প্রথমে আমাদের। এ জমাতের সদস্য হিসাবে আমার কর্তব্য খোদা আমাকে কিভাবে পথ দেখাইয়াছেন তাহা ঘোষণা করা, সে পথ হইল আমাদের সকলের উচিত খেলাফতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এই কথা মনে লইয়া আমি এই উদ্যোগ গ্রহণ করিলাম।"

এই ব্যাখ্যা পত্রে তারিখ ছিল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৯, ও ১৩৯ আহমদ পার্ক, লাহোর হইতে উহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। —তাহরিকে জাদীদ হইতে অনুদিত

★

ইসলামের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা

হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ)

ইসলামের অর্থনীতি

বিষয়ের গুরুত্ব ঃ

আজ আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হইবে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বিষয়টি এত ব্যাপক যে অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বর্ণনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কোন কোন সময় কোন বস্তুকে উহার মূল কাঠামো হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করিলে উহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। পরিবেশের সহিত সম্পর্কিত ও ইহার মূল নীতির সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও আমি বর্ণনা করিব। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ কতকটা অধুনা কমিউনিজম নামে অভিহিত ব্যবস্থার অনুরূপ। সুতরাং আমি মনে করি যে, যদি আমি এই আন্দোলন সম্বন্ধে ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি, তাহা আলোচনা না করি এবং ইসলামী অর্থনৈতিক আন্দোলন ও কমুউনিজমের অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা বর্ণনা না করি তবে আমার আলোচ্য বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে যেরূপ শাখা-প্রশাখা সমুহ মূল বৃক্ষ হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নানাবিধ সমস্যা পূর্ব প্রচলিত সমস্যাবলী হইতে উদ্ভূত হয়, সুতরাং ঐ সকল মৌলিক সমস্যা হৃদয়ঙ্গম না হইলে পরে উদ্ভূত সমস্যাগুলির প্রকৃত মর্ম লোকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না অতএব, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন বিষয়কে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

تبارك الذى له ملك السموت و الارض
و ما بينهما و عنده علم الساعة و اليه
ترجعون - (الزخرف ٨٦)

অর্থাৎ, "অতি মঙ্গলময় সেই খোদা যাঁহার হস্তে আকাশ এবং পৃথিবীর রাজত্ব ন্যস্ত আছে এবং তদনুরূপ উহাদের মধ্যস্থিত যাহা কিছু আছে সকলই তাহার কর্তৃতাধীন। স্বস্ব উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার কথন এই সকল বস্তুর লয় পাইবার সময় উপস্থিত হইবে, সেই জ্ঞান ও তাঁহারই আছে। পরিশেষে সকল বস্তুই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।" এই আয়েতে কোরান করিম এই কথা উপস্থাপিত করিয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর মালিকী স্বত্ব খোদাতালারই এবং এতদুভয়ে যত বস্তুই বিরাজ করিতেছে, তৎসমুদয়েরই পরিণতি এবং চরম গন্তব্য স্থান হইল আল্লাহ্‌তা'লা।

যদি কাহাকেও কোন বিষয়ে দায়ী করা হয় অথবা তাহাতে কোন আমানত ন্যস্ত করা হয়, তবে সে এই দায়িত্ব পালন করিতে এবং যাহাতে সেই আমানত সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ না করে, সে আমানত সোপর্দকারীর নিকট জবাব দিহী করিতে বাধ্য থাকে বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীন সে জানে যে সে যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে পারে, সে কাহারো নিকট জবাব দিহী করিতে বাধ্য নয়। সুতরাং, কোরআন করীম এই আয়েতে এই কথা জানাইয়া দিয়াছে যে যেহেতু বিশ্বজগতের রাজ্য-রাজত্ব এবং ক্ষমতা খোদাতালার কর্তৃত্বাধীন এবং তাঁহার নিকট হইতে আমানত স্বরূপ মানুষের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেহেতু মানুষ রাজত্ব এবং আপাতঃ দৃষ্ট মালিকী স্বত্ব সম্বন্ধে নিজকে স্বাধীন মনে করিতে পারে না। বাহ্যতঃ তাঁহারা রাজা বা স্বত্বাধিকারী বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা খোদার পক্ষ হইতে

মোতাওল্লী। এইজন্য, যখন তাহারা খোদাতা'লার সম্মুখে হাজির হইবেন এই সকল আমানতের যথার্থ ব্যবহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে তাহাদিগকে জবাবদিহী করিতে হইবে।

রাষ্ট্র বা বাদ্‌শাহাত সম্বন্ধে ইসলামী দৃষ্টি কোণ ঃ—

তারপর কোরআন করীম স্পষ্ট ভাষায় ইহাও ঘোষনা করিয়াছে, বাদশাহাত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা খোদাতা'লার দান। ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। সুতরাং কোরানে আছে ঃ—

اللهم مالك الملك تؤتى الملك من
تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من
تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك
على كل شئى قدير ٥ (ال عمران ٢٧)

'(হে সম্বোধিত ব্যক্তি)' তুমি বল, হে সকল রাজত্বের মালিক আল্লাহ্‌! তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে রাজত্ব দান কর এবং যাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া নিতে চাও, তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া নেও। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তুমি সম্মান দান কর এবং যাহাকে ইচ্ছা তুমি অবমানিত কর। যাবতীয় মঙ্গল এবং পুণ্য তোমারই হস্তে ন্যাস্ত রহিয়াছে। তুমি সর্বশক্তিমান।"

এই আয়েতেও বলা হইয়াছে যে, যখন কাহারও হস্তে রাজত্ব আসে, উহা খোদাতালার আমান স্বরূপ আসিয়া থাকে। ইহার এই অর্থ নয় যে, সর্বাবস্থায়ই সকল রাজা এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি খোদাতালার নিকট হইতে রাজ্য লাভ করে—সে যতই স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ্‌ বা যতই অত্যাচারী বা যতই দুশ্চরিত্র এবং অসৎ প্রকৃতির হউক না কেন এবং একথাও সত্য নয় যে সে সর্বাবস্থায়ই খোদাতা'য়ালার প্রতিনিধি বরং ইহার অর্থ এই যে রাজত্ব প্রাপ্তির আয়োজন খোদাতালার পক্ষ হইতে উৎপন্ন করা হয়। সুতরাং যদি কেহ রাষ্ট্রের অধিকারী হন, তবে তিনি তাহা খোদাতা'লা কর্তৃক উপজাত কারণ সমূহের সদ্ব্যাহারের ফলেই তাহা লাভ করেন, এবং যেহেতু রাষ্ট্র শক্তি খোদাতা'লার নিকট হইতে পাওয়া যায় সুতরাং যিনি রাষ্ট্র বা কোন শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, তিনি বড়জোর খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কার্যনির্বাহক এবং মোতাওয়াল্লী বলিয়া নির্নীত হইতে পারেন, নিরঙ্কুশ শাসক বা নিরঙ্কুশ সত্বাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারেন না। চরম ক্ষমতা এবং চূড়ান্ত মিমাংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌-তা'লা। মোটের উপর শাসক, রাজা, ডিক্টেটর অথবা ব্যক্তির সমষ্টি হউক না কেন, তিনি বা তাঁহারা যখনই পৃথিবীতে কোন আইন প্রবর্তন করেন, তিনি বা তাঁহারা সেই আইন প্রবর্তনে খোদাতা'লার নিকট দায়ী থাকিবেন, এবং খোদাতালা নিষেধ করিয়াছেন এমন কোন অন্যায়ের সৃষ্টি করিলে বা খোদাতা'লা আদেশ করিয়াছেন, এমন কোন পুণ্য বর্জন করিলে খোদাতা'লার সম্মুখে তিনি বা তাঁহারা অপরাধী হিসাবে উপস্থাপিত হইবেন। একজন বিদ্রোহী দাস অথবা উদ্ধত কর্মচারিকে তাহার প্রভুর সম্মুখে যেরূপে উপস্থাপিত করা হয় তঁহারাও সেইরূপে উপস্থাপিত হইবেন এবং তাঁহারা বাদশাহ্‌ নামেই অভিহিত হউন বা ডিক্টেটর নামেই পরিচিত হউন অথবা আইন পরিষদ (পার্লামেন্ট) নামেই অভিহিত হউন না কেন, তাঁহারা খোদাতা'লা কর্তৃক ঐ সমস্ত কার্যের দরুণ দণ্ডিত হইবেন। সুতরাং এই আয়েতের অর্থ এই নয় যে যিনি বাদশাহ্‌ হন, তিনি খোদাতা'লার সন্তুষ্টি ক্রমেই হইয়া থাকেন; বরং ইহার অর্থ এই যে তিনি তাঁহার কর্মের গণ্ডীর মধ্যে খোদা-তা'লার মালিকী স্বত্বের দখলকার হন এবং এই জন্য খোদাতা'লার আইন অনুসারে তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে খোদাতালার স্বরূপে তিনি তাঁহার ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন; নচেৎ তিনি পাপাচারী হইবেন। অবশ্য কোন কোন অবস্থায় খোদাতা'লা কর্তৃকও রাজা নিযুক্ত হইয়া থাকেন এই প্রকার রাজা সর্বাবস্থায়ই সাধু ও ন্যায় পরায়ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের রাজত্ব ধর্মীয়, পার্থিব নহে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক—*এ, এইচ, মোঃ আলী আনওয়ার*

★

মালী কোরবানী

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানী সম্বন্ধে আঁ হযরত (দঃ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর উম্মতকে বিভিন্নভাবে নছিহত করেছেন? শুধু নছিহত করেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নিজেও ছিলেন একজন আদর্শ দাতার প্রতীক। তিনিই আমাদের জন্য আদর্শ এবং সর্ব্বোচ্চ সর্বকালের আদর্শ। আমাদের একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা উচিৎ। আমি এ প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করব।

হযরত ওকবাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হ'য়েছে "রসুল করিম (দঃ) এর পেছনে আসরের নামাজ পড়লাম তিনি ছালাম ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে লোকজনের কাঁধের উপর দিয়ে তার স্ত্রীর ঘরে চলে গেলেন। লোকজন তাঁর ব্যস্ততা দেখে ভয় পেলেন, তারপর হযরত তাদের নিকট এসে দেখলেন যে তারা তাঁর ব্যস্ততায় আশ্চার্য্যান্বিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, "আমার একখণ্ড স্বর্ণ আছে।" আমার মনে হ'লো এ আমাকে আবদ্ধ রাখে, তা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং তা বন্টন করে দেবার আদেশ দিয়েছি।" এ থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, আঁ হযরত (দঃ) দানে কত তৎপর ছিলেন। এ হাদিসখানা ইমাম বোখারী (রাঃ) সংকলন করেছেন।

হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরতের কয়েক জন স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম (মৃত্যুর পর) আপনার নিকট পৌঁছবে? তিনি বললেন তোমাদের মধ্যে যার হস্ত দীর্ঘ। তারা একটা লাঠি দিয়ে তাদের হাত মাপামাপি করে দেখতে পেলেন ছউদার (রাঃ) হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। এরপর আমরা জানতে পারলাম যে দানই হস্ত দীর্ঘতার অর্থ। জয়নাবই (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। তিনি দান করতে ভালবাসতেন "ইমাম বোখারী এ হাদীস খানা সংকলন করেছেন। ইমাম মোসলেমের (রাঃ) অন্য এক বর্ণনায়—রসুল করিম (দঃ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে আমার নিকট পৌঁছবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তার হাত দীর্ঘ হবে। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তৎপর তাঁরা হাত মাপামাপি করতে লাগলেন। জয়নাবের (রাঃ) হাতই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হ'ল কেননা তিনি নিজ হস্তে কাজ করতেন এবং দান করতেন। "আমাদের মধ্যে এমন কোন দুর্ভাগ্য আছে কি যে তার হাত দীর্ঘ করবে না এবং মৃত্যুর পর আঁ হজরত (দঃ) সঙ্গ লাভ করতে চায়না। যদি আমরা চাই তা হ'লে আমাদের মধ্যে জয়নাবি ছিফতের সৃষ্টি করতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আঁ হজরত (দঃ) বলেছেন—তোমাদিগকে কি আমি উত্তম লোকের সংবাদ দিব না? তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। কার নিকট আশ্রয় পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে কি আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব না? যে তার মেষ ছাগলের মধ্যে থেকেও তজন্য আল্লাহ্‌র হক আদায় করেন। আমি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট লোকের সংবাদ দিব না? সে ঐ ব্যক্তি যার নিকটে আল্লাহ্‌র নাম চাওয়া হয় কিন্তু সে দেয় না" তিরমিজি ও নেছাই থেকে সংকলন করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজে নিজের বিচার করে দেখা উচিৎ আঁ হজরতের (দঃ) উপরোক্ত কষ্টি পাথর মোতাবেক আমরা কোন প্রকারের মানুষ।

এরপর আমরা ছাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করলেও দেখতে পারি যে, তারা তাদের সমগ্র জীবন আল্লাহ্‌র পথে তাঁদের জান এবং মাল সম্পূর্ণ দিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন? এবং তার ফলও তারা লাভ করেছেন পুরোপুরি ভাবে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

কোন এক জেহাদের সময় আঁ হজরত (দঃ) আর্থিক কুরবাণীর আহ্বান করলেন। ছাহাবায়ে কেরাম আঃ) সবাই যাঁর যাঁর অবস্থা অনুযায়ী কোরবানী হুজুরের খেদমতে পেশ করলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) দিলেন তাঁর যা'কিছু ছিল সব। হজরত ওমর (রাঃ) দিলেন তাঁর সম্পদের অর্ধেক। হজরত আবুবকর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে তিনি তাঁর ঘরে কি রেখে এসেছেন, তিনি উত্তর করলেন "আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রসুলকে।" এই হ'ল তাঁদের ত্যাগ যার বদৌলতে পরবর্ত্তিকালে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে খেলাফতের মর্যাদায় ভুষিত ক'রেছিলেন।

এ যুগের ইমাম মসিহে মওউদ (আঃ) ও তাঁর বিভিন্ন খোতবাতে তাঁর জমাতকে বেশী বেশী করে আর্থিক কোরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জামাতের চাঁদা দানকে প্রকৃত আহমদী হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তবলীগে রেসালত এর ১০ম খণ্ডের ৪৯—৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লিখেছেন "আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে বলেছেন যে ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকই আমার অনুসারী যারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করায় ব্যস্ত থাকে।" তিনি আবার লিখেছেন যে প্রত্যেক আহমদীর নিজের উপর মাসিক চাঁদা ধার্য করা উচিৎ তা এক পয়সা বা আধ পয়সাই হউক না কেন এবং যে কিছুই ধার্য করে না সে মোনাফেক; সে সেলসেলায় থাকিতে পারে না। তিনি আবার লিখেছেন চাঁদার ওয়াদা করে যদি কেউ তিনমাস পর্যন্ত চাঁদা দানে অবহেলা দেখায় তার নাম আহ্‌মদীয়াতের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হবে।

তিনি বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে অর্থ ব্যয় করে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তাঁর অর্থ অপরের তুলনায় অধিক আশীষ প্রদত্ত হবে কেননা অর্থ আপনা আপনি আসেনা বরং খোদার ইচ্ছায় আসে" তোমরা ভেব না যে তোমরা তোমাদের অর্থের একাংশ দিয়ে বা অপর কোন প্রকারে কোন খেদমত করে খোদাতায়ালা বা তাঁর প্রেরিত পুরুষকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছ। বরং তিনি তোমাদিগকে সে খেদমতের জন্য ডাকেন। সেজন্য তোমাদেরই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। আমি সত্য সত্যই বলছি যদি তোমরা সকলে আমাকে বর্জন কর এবং খোদার পথে সাহায্য দান থেকে বিরত থাক তবে তিনি এক নূতন জাতিকে দাঁড় করাবেন যারা তাঁর সেবা করবে। তোমরা নিশ্চয় জেন এ কার্য স্বর্গীয় এবং তোমাদের খেদমত শুধু মঙ্গলের জন্য। সুতরাং তোমরা যেন কোন প্রকার অহংকার না কর। একথা মনে কর না যে তোমরা আর্থিক কোরবানী কর খোদার প্রয়োজনে। আমি তোমাদেরকে বারবার বলছি, খোদাতায়ালার তোমাদের খেদমতের কোন প্রয়োজন নাই। তবে হাঁ তিনি যে তোমাদের খেদমতের সুযোগ দান করেন এটা তাঁর অনুগ্রহ"।

হুজুর (আঃ) অন্য জায়গায় বলেছেন—যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত আছ তোমাদের প্রত্যেককে আমি তাগীদ করছি যে তোমাদের ভাইদিগকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দেবে এবং প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদায় শরীক করবে। এই সুযোগ আর আসবে না। এযুগ এইরূপ আশীষপূর্ণ যে কারও প্রাণ চাওয়া হয় না এবং এযুগ প্রাণ দেবার নয় বরং শক্তি অনুসারে অর্থ ব্যয় করার যুগ।" আল হাকাম পত্রিকা—৭ম খণ্ড।

(ক্রমশঃ)

পবিত্র কুরআন কামেল কেতাব

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

পবিত্র কুরআন কামেল কেতাব। ঐশীগ্রন্থ সমূহের মধ্যে কুরআনের বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান রহিয়াছে ইহা সকল স্তর ও সকল শ্রেণীর মানুষের জাগতিক ও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের যাবতীয় চাহিদা নিবারণ ও মানবতার দাবী সমূহ পূরণ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনকে সহজ সুন্দর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার পক্ষে গতিশীল অপরিহার্য্য স্বাভাবিক বিধান। ইহা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত মঙ্গলময় বিধান। ইহা মানবজাতির জন্য স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত প্রতিনিধি সুলভ দায়িত্ব প্রতিপালনের কাজে স্রষ্টার আদেশ, নিষেধ ও নিয়ম নীতি পরিব্যক্ত পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। ইহা স্রষ্টা কর্তৃক রচিত বাহুল্যবর্জ্জিত সয়ং সম্পূর্ণ সত্যদর্শনাথ বিশ্ব বিধান।

বিশ্ববিধান পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকারী এবং ব্যবস্থাপক কামেল নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র স্থায়ী প্রতিনিধি। তাঁহার নবী জীবনের কার্যাবলী বিশ্বের সকল স্তরের ও সকল শ্রেণীর মানবের জন্য অনুকরনীয় মহান আদর্শরূপে মনোনীত। হযরত মুহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের পর হইতে তাঁহার শিক্ষা এবং আদর্শের অনুগমন ও অনুসরণ ব্যতিরেকে মানবজাতির পক্ষে ইহ এবং পরকালে আল্লাহ্‌র নৈকট্য, প্রেম, প্রীতি এবং শান্তি লাভের পথে দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা নাই। "রহমাতুল্লিল আলামীন" রূপে তিনি হইলেন স্রষ্টা এবং সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ক্ষমা, করুনা ও প্রেমের সংযোগ সাধনকারী অপরিহার্য্য মাধ্যম বিশেষ তাঁহার মহান শিক্ষা এবং আদর্শ মানবতার যাবতীয় দাবী পূর্ণ করিয়া আল্লাহর প্রেম ও নৈকট্যকামী অনুগত বান্দাকে স্রষ্টার সঙ্গে প্রেম ও করুনার মাধুর্য্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিতে সর্বকার জন্য সক্ষম।

পরম করুণাময় আল্লাহতালা হযরত রসুলউল্লাহর মাধ্যমে শরীয়তের পূর্ণ বিধান পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়া তাঁহার অফুরন্ত ও অক্ষয় রহমতের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সৃষ্টি জগতে তাঁহার প্রেম, করুণা, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও আশীসের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া পূর্ণভাবে কল্যাণ ও শান্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের অন্ধকার নাশকারী জ্ঞানপূর্ণ শিক্ষা, জীবনকে পরিবর্ত্তনকারী ব্যবস্থা, প্রেমের পথে ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পুরস্কার, সত্যের জ্যোতিতে পরম উজ্জল অনন্ত জীবনের সন্ধান প্রদানকারী শিক্ষা এবং বিমল আদর্শের রদবদলের কোন আবশ্যকতা নাই। সমস্যাবহুল দুনিয়ার জীবনের উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে জীবন যাত্রাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার সুন্দর হেকমত, সুষ্ঠ সমাধান, উন্নয়নমূলক নৈতিক ব্যবস্থা ও শান্তির সূত্র ইহার মধ্যে নিহীত রহিয়াছে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি খাটাইয়া সমস্যার মোকাবেলায় পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকৃত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লওয়ার জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

কুরআনের শিক্ষা এবং আদর্শের রদবদলের কোন অবকাশ নাই সত্য, তবে কালের প্রভাব, সময়ের ব্যবধান বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন, অনুগামীগণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদের কারণে আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা নিয়া মতভেদ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষে মতভেদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। ইসলামের নবী স্বাধীন চিন্তা ধারার উচ্চ

মূল্য ও মর্য্যাদা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, "এখতেলাফ" বা মতভেদ তাঁহার উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। কারণ ইহাদ্বারা জাতি বিভিন্ন দিকে উন্নতির গতি ও সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। মতভেদের ভিতর দিয়া জাতি যেমন বিভিন্ন দিকে ব্যাপক উন্নতির সুযোগ লাভ করিয়া থাকে; তেমনি মতভেদ জনিত কারণে পরস্পরের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, বিভিন্ন মতালম্বীগণের মধ্যে দলাদলি, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক আচরণ জনিত জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইলে জাতির জীবন স্বাভাবিক উন্নতির গতি হারাইয়া ফেলে এবং জাতির জীবনে উন্নতির বিপরীত অধঃপতন নামিয়া আসে।

ইসলামের মধ্যে মতভেদ জনিত জটিল অবস্থায় যখন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আদর্শের প্রচার ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন মূলক অগ্রগতি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং জাতি সমূহ ইসলামের জ্ঞানগর্ভ ও জ্যোতির্ময় শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনযাত্রার কল্যান বিমুখ অবস্থায় অশান্তির অন্ধকারে নিপতিত হইয়া ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া গিয়াছে; তখনই কুরআন ও রসুলের শিক্ষা এবং আদর্শের হেফাজত-কারী আল্লাহ্‌তালা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আদর্শকে কালিমামুক্ত করিয়া সঠিকভাবে তুলিয়া ধরার জন্য নায়েব রসুলরূপে ইমাম, মোজাদ্দেদ অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐশী জ্ঞানের আলোতে কুরআনের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্যার সমাধান করিয়া যুগের অবস্থাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, জ্ঞান ও হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন। মানবের জীবন যাত্রা সহজ সরল ও সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা, ন্যায়-পরায়নতা, মহব্বত ও কল্যাণময় পরশে মতভেদের কারণ সমূহের যুক্তিপূর্ণ সমাধান এবং মতভেদ জনিত গ্লানি, বৈষম্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সাধনা, ত্যাগ, ধৈর্যশীলতা, ক্ষমা জাতির জীবনে সহনশীলতা, পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব এবং ইসলামের পবিত্র ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া দিয়াছে, বিদূরিত হইয়া গিয়াছে শত্রুতা মূলক আচরণ, মিটিয়া গিয়াছে বিবাদ বিসংবাদ। ক্ষমার আদর্শে সমাজ জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে ঐক্য ও শান্তি। ইমাম, মোজাদ্দেদগণ নেতা হিসাবে নিজেদের জীবনে স্বক্রিয়ভাবে ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শকে প্রস্ফুটিতভাবে তুলিয়া ধরিয়া পথ ভ্রান্তদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে জাতি জাগতিক জীবনের সাথে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির প্রেরণা লাভ করিয়াছে। ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শ সহ ইসলামের তরী পুনঃ উন্নতির সাথে দুনিয়াতে কল্যানের ধারা বেগে প্রবাহিত হইয়াছে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আখেরী জমানায় ধর্ম জগতের উপর এক মহা বিপদজনক অবস্থার ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে। দাজ্জালরূপ অভিশপ্ত শয়তান তাহার চরম পরাজয় কাল আখেরী জমানায় মানবতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে শেষ বারের মত সর্বাদক হইতে যাবতীয় চাল ও শক্তি নিয়োজিত করিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ব্যাপক আক্রমণ ও হীন প্রচার অভিযান চালাইয়া দুনিয়ার সর্বত্র ধর্মভীরু মানুষকে ধর্মবিমুখ করিয়া তুলিতে থাকিবে। শান্তির নামে মিথ্যা প্রলোভন ও কুহক সৃষ্টি করিয়া জগৎ ব্যাপী ভীষণ অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিবে। শান্তিপ্রিয় আল্লাহ প্রেমিক বান্দাগণ দাজ্জালের প্রবল আক্রমনের মোকাবেলায় নিরুপায় অবস্থায় পতিত হইয়া সর্বান্ত-করণে আল্লাহ্‌র করুণা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিবে। দুনিয়ার সেই ভীষণ সংকটময় অবস্থায় মানবতার উদ্ধার, দাজ্জালী শক্তির বিনাশ সাধন এবং

মানব অন্তরে পুনঃ ধর্ম্ম ভাব সংস্থাপন করিয়া দুনিয়াতে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য পবিত্র কুরআনে হযরত মুহম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় আগমনের ইশারা বা ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইহা এক গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ মর্য্যাদা সুলভ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। প্রকৃত কথা তাঁহার অনুগামী কোন সুযোগ্য উম্মতের মাধ্যম রূপকভাবে জামালী রংঙে তাঁহার আধ্যাত্মিক তেজ শক্তি ও গুণরাজি প্রকাশিত হইবে। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের প্রকৃত অর্থ। রূপকের তাৎপর্য্য না বুঝার কারণে এই নিয়া অনেকে ভ্রমের মধ্যে পতিত হইয়া স্বশরীরে হযরত রসুল উল্লারই আগমন হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যাঁহার মাধ্যমে নবী করিমের আধ্যাত্মিক শক্তি তেজ ও গুণরাজির পূর্ণ বিকাশ সংঘটিত হইবে তিনি হইলেন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। রসুল করীম স্বয়ং তাঁহার আগমণের কাল হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছগ্রন্থে গুণগতভাবে তাঁহার বিভিন্ন খেতাব রহিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে তিনি রূপকভাবে কল্কি, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, ইছা, মছিহ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার আগমন কাল যেমন সংকটজনক, তাঁহার আগমন ও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ধার্ম্মিকের জন্য ধর্মের বিজয় ও শান্তির সুসংবাদ এবং অধর্ম্মিকের জন্য ধ্বংসের সতর্কবানী নিয়া আসিবেন। দাজ্জালী শক্তি তাঁহার যুক্তি প্রমানের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন করিতে থাকিবে। দাজ্জাল, তাঁহার হৃদয়ের আবেগময় প্রার্থনায় ঐশীতেজে এবং নিশ্বাসের বায়ুতে লবনের পানির ন্যায় বিগলিত হইয়া ইসলামের অগ্রগতির পথে বিলীন হইয়া যাইবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত রসুলউল্লাহর দ্বীনের নিষ্টাবান কর্ম্মী। অনুগত খাদেম আল্লাহ্ ও রসুলের প্রেমে কানা অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে বাক্য লাভের সৌভাগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশবানীর অধিকারী হইবেন। হযরত নবী করিমের শিক্ষা এবং মহান আদর্শের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম বিলীনের পর তাঁহার মধ্যে নবী করিমের (দঃ) আদর্শের পূর্ণ ছাপ নিখুতভাবে অংকিত হইয়া যাইবে তিনি আধ্যাত্মীক ভাবে হযরত রসুল উল্লার পূর্ণ প্রতিকৃতি অর্থাৎ বুরুজ হিসাবে তাঁহার নবুয়তের মিরাশেরও অধিকারী হইবেন তিনি একাধারে রসুলউল্লার উম্মত এবং গায়েবের খবর প্রদানকারী হিসাবে "উম্মতী নবীর" মর্য্যাদা লাভ করিয়া বিশ্বময় তৌহিদের বাণী, দ্বীন ইসলামের শিক্ষা এবং হযরত রসুলউল্লার মহান আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রচার ও পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

পূর্ববর্ত্তী ইমাম, মোজাদ্দেদগণের আগমন হইতে তাঁহার আগমন কালের এক বৈশিষ্ট রহিয়াছে। ধর্ম্মের সংস্কারক ইমাম মোজাদ্দেদগণের কর্ম্মময় জীবনে যুগের অবস্থানুযায়ী নবী করীমের রুহানী ফয়েজের অংশিকভাবে বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে হযরত নবী করীমের আধ্যাত্মিক তেজ শক্তি জামালী প্রভায় পূর্ণ দীপ্তিতে উজ্জলভাবে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছেন নবুয়তে মুহাম্মদীয়ার নূরে তিনি নূরান্বিত হইয়া উম্মতি নবীর মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রভেদ শুধু কায়া আর ছায়া। সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। বুরুজের নিজস্ব কোন শিক্ষা এবং স্বতন্ত্র কোন আদর্শ নাই। মানবতার পূর্ণতম প্রতীক হযরত রসুলউল্লার শিক্ষা এবং আদর্শই হইল বরুজী নবীর আদর্শ এবং ইহাই তাঁহার মর্য্যাদারও কারণ এখানেই "খাতামান্নাবীয়িনের" মোহরের বৈশিষ্ট। ইসলামের বাহিরে নবুয়াতের মর্য্যাদার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়া আল্লাহতায়ালা ইসলামের মধ্যে তাঁহার প্রেম, প্রীতি ও সন্তুষ্টি লাভের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ইহা ইসলাম পন্থীগণের জন্য এক নিদর্শন, অপর দিকে কিতাব হিসাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা যে তৌহিদের সঙ্গে এক

স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সূত্র সংযুক্ত তাহার বাস্তব প্রমাণ। মানবতার পূর্ণতম প্রতীক হযরত নবী করিমের আদর্শের অনুগমনে যে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে ইহা তাহারই নিদর্শন অপরাপর ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শ যে গতিশীল এবং সজীব ইহা তাহারই পরিচায়ক। কথায় বলে "বৃক্ষ তাহার ফল দ্বারা পরিচয় লাভ করিয়া থাকে" ইহার যথার্থ প্রমাণ।

কামেল কেতাব হিসাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন ও অনুগমনে যদি তাঁহার উম্মতগণ আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ট পুরস্কার নবুয়ত লাভের কল্যাণ ও সুফল হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইত এবং কাহারও পক্ষে ইহা লাভ করা সম্ভবপর না হইত তবে শ্রেষ্ঠ উম্মত কামেল কেতাব সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শের দাবী অসার প্রতিপন্ন হইয়া যাইত। ইসলামপন্থীদের দাবী সমূহ অপ্রমানিত অবস্থায় অবান্তর এবং মূল্যহীন উক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া সকলের মনে মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দিত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতা'লা পূর্ববর্তী নবীগণের অপূর্ণ বিধানের শিক্ষা ও ক্ষীণ নেয়ামতের ধারার পরিসমাপ্তি করিয়া দিয়া ইসলামের মধ্যে রসুলউল্লার পূর্ণ অনুগমনে বিশ্ব ভিত্তিক "উম্মতি নবুয়াতের" বিধান জারি করিয়া ঐশী প্রেম ও নেয়ামতের ধারাকে ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতা'লা ইসলামের মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টির জন্য প্রেম ও করুণা লাভের ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রশস্ত করিয়া দিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্ব মানবের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করিয়াছেন।

ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শের বাহিরে অপর কোন নবীর শিক্ষা এবং আদর্শ অবলম্বন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও স্বাধীনভাবে নবীর মর্য্যাদাসুলভ দরজা লাভ আর সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা সত্যের আত্মা বা রুহুল কুদ্দুছ একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতিরেকে অপর কোন নবীর জমানায় মানবতার পূর্ণতম আধ্যাত্মিক রূপ নিয়া অবতীর্ণ হয় নাই। যে কারণে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা এবং আদর্শ দুর্বল এবং অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এখানেই হযরত রসুল উল্লার বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্টত্বের কারন। এখনই "খাইরা উম্মতি" হিসাবে সমাগত সকল নবীর উম্মতগণের মধ্যে ইসলাম পন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদার কারণ। সকল নবীগণের শিক্ষা এবং আদর্শের মধ্যে ইসলামের নবীর শিক্ষা এবং আদর্শই হইল নবী সৃষ্টিকারী একমাত্র শিক্ষা এবং আদর্শ। "উম্মতি নবীর" গৌরব এবং মর্যাদা রসুলুল্লাহ এবং তাঁহার উম্মতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ববর্তী সাধু মহাপুরুষগণ রসুলুল্লার উম্মত হওয়ার আকাঙ্খা নিয়া দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত নবী করিম (দঃ) শেষ যুগের ধর্মদ্রোহিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'কিরূপে ধ্বংস হইবে আমার উম্মত যাহার প্রথম ভাগে আমি এবং শেষভাগে ইছা নবীউল্লারূপে আমার প্রিয় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রহিয়াছেন।" নবীজির (দঃ) অভয় বাণী সর্বদা তাঁহার প্রকৃত অনুগামীগণের দুর্বলতা, ভয়, সংশয় দূর করিয়া দিয়া অন্তরে বিজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশার ভাব জাগাইয়া তুলিয়া ত্যাগের পথে প্রেরণা প্রদান করিতেছে। হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) অগমনে নবুয়তে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে ইসলাম পন্থীগণের মধ্যে ব্যাপক নৈতিক পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে অপূর্ব সাড়া ও ত্যাগ এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বীনের নবী মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া উৎফুল্লচিত্তে বলিয়াছেন যে মুসলমানদের

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডক্টর এল ফল্‌ডেসী

সত্য ধর্ম—আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করেছেন

॥ কুদসিয়া বিনতে মীর্যা ॥

এটা অত্যন্ত আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় যে, সত্যের অনেক প্রেমিক হল্যাণ্ডের আহ্‌মদীয়া মুসলিম মিশন দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সম্প্রতি একজন উচ্চশিক্ষিত মণিষী আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের মধুর আলিঙ্গণে নিজেকে ধরা দিয়েছেন।

ডক্টর এল ফল্‌ডেসী উত্তরাধিকার সূত্রে হাঙ্গেরিয়ান। এবং তিনি বুদাপেষ্টে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। এবং তিনি ধর্ম বিশ্বাসে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল, জেনারেল জলটন।

(পবিত্র কুরআন কামেল কেতাবের অবশিষ্টাংশ)

দুঃখের অবসান হইয়া যাইবে এবং তাহাদের বিজয় এবং আনন্দের দিন সমাগত হইবে। বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার সাথে ইসলাম পন্থিগণের প্রাধান্য এবং পদমর্যাদা জাতি সমূহকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অলৌকিক উপায়ে সর্বোচ্চে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ঐশী মীমাংসা।

দ্বীনের নবী আখেরী জমানায় দাজ্জালের আক্রমণ হইতে মানবতার মুক্তি এবং ইসলামের বিজয়ের পথে দাজ্জাল বধ জেহাদে ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী ইচ্ছায় পরিচালিত মাহদীর (আঃ) খেলাফতের নেজামের তত্বাবধানে থাকিয়া ইসলামের বিজয় অভিযান এবং আল্লাহ্‌র পক্ষের নেয়ামতের দাওয়াতি ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্নভাবে মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া আপন দায়িত্ব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী ইসলামদ্রোহিতার মোকাবেলায় ইসলামের বিজয়ের পথে ইসলামপন্থীদিগকে দায়িত্বের কঠিন পরীক্ষায় এবং প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া যোগ্য নেতার নেতৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। সমবেতভাবে এই দায়িত্ব প্রতিপালনের মধ্যেই রহিয়াছে বিশ্ববাসীর পাপ হইতে মুক্তির উপায়, জাগতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণ, উন্নতি ও বিশ্বশান্তি। "রহমাতুল্লিল আলামীন"রূপে গ্রহ, উপগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হইবে সৃষ্টি জগতের কাম্য বিমল শান্তি—ইসলাম। পূর্ণ হইবে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রেসালতের পরিকল্পনা। ধন্য হইবে ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহর প্রেমে আত্ম উৎসর্গকারী মুসলমানের জীবন ও জিন্দেগী।

★

ডক্টর ফল্‌ডেসী তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে ফ্রান্স এবং জার্মান ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি খুব শীঘ্রই অনুভব করতে পারলেন যে, খ্রীষ্টির ধর্ম তাঁর মুক্ত চিন্তাধারাকে পরিতৃপ্তি দান করতে পারছেনা। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস মতবাদ, ইহুদী ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন শুরু করেন। এই সমস্ত ধর্মের বিভিন্ন দিক ও শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তাঁর সত্যের পিপাসাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করতে সক্ষম। এই সময়ে তিনি জুরিখের বুদাপেষ্ট ইউনিভার্সিটিতে তার শিক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থিপ্লবের পর ডক্টর ফল্‌ডেসী তাঁর স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং অন্যত্র কোন কাজের অনুসন্ধান করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি ১৯৫৭ সালে তাঁর পরিবারবর্গসহ হল্যাণ্ডে হিজরত করেন এবং সেখানে আয়কর উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যবসায় (practice) শুরু করেন। পরে এই নতুন পরিবেশেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি সাহিত্যিক—মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। প্রায় তিন বৎসর পর তিনি ইসলামের উপর হল্যাণ্ড মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম হাফেজ কুদরতউল্লা সাহেবের এক ভাষণ শুনতে পেয়ে এতই বিমুগ্ধ হন যে, তাঁর সত্য ধর্মের প্রতি পিপাসা আবার জাগ্রত হয়ে উঠল। তিনি হেগস্থ আহ্‌মদীয়া মুসলিম মিশনে যাতায়াত শুরু করেন এবং কোরআন পাকের জার্মান ভাষায় তর্জমা ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

তিনি ইসলামের বিভিন্ন মতবাদসমূহ সম্পর্কেও অবহিত হন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, একমাত্র আহ্‌মদীয়াই ইসলামের সত্যিকার রূপকে পেশ করে।

১৯৬৮ সনের ৮ই আগষ্টে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর দীক্ষাপত্র হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেসের (আইঃ) নিকট পেশ করেন।

তিনি এখন অত্যন্ত সুখী ও পরিতৃপ্ত যে, তাঁর প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়নি এবং তিনি সত্যকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন। তিনি আরো আনন্দিত যে, তিনি হজরত আকদাস খলিফাতুল মসিহ্ সালেসের (আইঃ) হস্তে ইসলাম গ্রহণ করে আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন।

[মূল—মৌলানা আবদুল
হেকিম আকমল,
আহ্‌মদীয়া মিশনারী, হেগ ;
করাচীর মজলিসে খোদ্দামুল
আহ্‌মদীয়ার ১৯৬৮ সালের
বার্ষিক স্মারক পত্রিকা
(Souvenir) হতে সংগৃহীত]

★

অন্তর মুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

'অন্তর-মুখীর অন্তপুরে'

মানুষের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান কারণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা। এই সাধনায় এগিয়ে যেতে হলে পদে পদে জিজ্ঞাসার আশ্রয় নিতে হয়। বস্তুতঃ মনের কৌতূহল নিবারণের পথই হলো জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উত্তর পাওয়া। তাই আমরা দেখতে পাই পরিবেশকে জানাবার ও বুঝবার জন্য শিশু মনের জিজ্ঞাসার অন্ত থাকে না। যার মনে কোন জিজ্ঞাসা থাকে না, হয় তিনি সব কিছু বুঝেন [তা' কখন হতে পারে না] বা তার মনের কৌতূহলের মৃত্যু ঘটেছে যার জন্যে তার মানসিক বিকাশ থেমে যায়।

জিজ্ঞাসার বিভিন্ন দিক আছে যেমন নিজকে জানা ও বুঝার জন্য আত্মজিজ্ঞাসা আর বহির প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য জিজ্ঞাসা। আত্মজিজ্ঞাসার সাথে জড়িত রয়েছে আত্মসমালোচনা, আত্ম-সংশোধন ইত্যাদি। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। অন্যের সমালোচনার ভিত্তিতে নিজকে বিচার বিবেচনা করে দেখার মানসিকতাকেও আত্ম-জিজ্ঞাসার অন্তরভূক্ত বলেই গণ্য করতে হবে।

সমালোচনাকে বিরক্তির চোখে দেখা, ভয় করা বা চালাকি করে তা হতে দূরে থাকা বা এতে বাধা দেওয়া ব্যক্তি বা জাতির জন্য কখনও মংগলের হয় না। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের আভ্যন্তরীণ পঁচন শুরু হয়। এই পঁচনকে রুখে দাঁড়াতে না পারলে পরিণতি হয় ধ্বংস।

সমালোচনা—তা আত্ম বা অন্যের সমালোচনা যাই হোক না কেন ধ্বংসাত্মক না হয়ে যাতে গঠনমূলক হয় সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি রাখতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনা সংশোধনের পথ খোলে দেয় আর ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় জন্ম দেয় নিরাশার।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে হয়ত মনে করবেন আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-সংশোধনের সাথে সাথে অন্যের সমালোচনার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকলেই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ তা নয়। আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনা কোন নিখুঁত আদর্শ-ভিত্তিক হতে হবে। তা'না হলে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনা কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা ইত্যাদির প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু নিজের শক্তিতে মানুষ জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিস্ফুটিত-এবং সুন্দর ও শোভন করে তুলতে পারে না বলেই স্রষ্টা নবী-রসুলগণকে পাঠিয়ে নিখুঁত আদর্শের সন্ধান দিয়েছে। 'অন্তরমুখীতে' আমরা এসব বিষয়েরই অবতারণা করছি যাতে আমরা জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে পারি।

★

বিছমিল্লাহ

মাহমুদ আহমদ

বিছমিল্লাহ্ একটি পবিত্র বাক্য। খোদাতা'লার পবিত্র কিতাব কোরআন শরীফ বিছবিল্লাহর দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। পবিত্র কোরআনের সূরা 'তওবা' ব্যতীত অপর সকল সূরার প্রারম্ভে বিছমিল্লাহ রহিয়াছে। সূরা 'নমলে' দুইবার বিছমিল্লাহর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বিছমিল্লাহর বরকত এবং গুরুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। আল্লাহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। মানবের চিন্তাধারা যেখানে অচল, খোদার অনুগ্রহ সেখানে তাহার আশ্রয় ও সহায়ক এবং পথ নির্দ্দেশক।

আল্লাহতা'লা সূরা 'বাকারা'র প্রারম্ভেই স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী"। সর্বদা তাহার ধ্যানে মগ্ন ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইবে। কারণ, আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত একমাত্র খোদাই অবগত আছেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা "জিকরুল্লার" পূর্ণরূপ দেখিতে পাই। কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, সহবাস এমনকি প্রস্রাব পায়খানার সময়ও তিনি খোদাতালাকে স্মরণ করিয়াছেন। হযরত তাঁহার অনুসারিগণকে তাহার কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় যে প্লাবন গজব স্বরূপ আসিয়াছিল, উহা হইতে রক্ষা লাভের জন্য যখন তিনি তরীতে আরোহন করেন তখন "বিছমিল্লাহ-পাঠ করিয়াছিলেন।

সাবার রাণীকে হযরত সুলেমান (আঃ) যে পত্র লিখিয়াছেন, উহাও বিছমিল্লাহর দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছিল।

বিছমিল্লার বরকত সম্বন্ধে বুজুর্গদের অনেক উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। কাজী আইয়াজ (রহঃ) "শাফি-ফি-শারফিল মুস্তফা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে আঃ হযরত তাঁহার কাতেবকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, দোয়াত এবং কলম লও। অতঃপর সুন্দর করিয়া বিছমিল্লাহ লিখ। কেননা, বনি ইসরা-ইলের এক ব্যক্তি সুন্দর করিয়া বিছমিল্লাহ লিখিয়াছেন, ফলে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন যে, বিছমিল্লাহ (রহমান রহীম সহ) উনিশটি শব্দ আছে। জাহান্নামের মোহাফেজও উনিশ জন।

হজরত ইবনে মসউদ বলিয়াছেন, জাবানিয়া (দোজখের নাম) রক্ষা পাইতে হইলে বিছমিল্লাহ পাঠ কর। যাহাতে আল্লাহ তাঁহার নামের শব্দের সংখ্যা সম ঢাল প্রস্তুত করেন, অর্থাৎ জাহান্নাম হইতে রক্ষা করেন।

এক বর্ণনায় ইহাও আছে যে, বিছমিল্লাহয় চারটি বাক্য আছে। পাপও চার প্রকারের হয়, যথা (১) রাত্রে (২) দিনে (৩) গোপনে প্রকাশ্যে। যে কেহ অকপট ভাবে বিছমিল্লাহ পাঠ করিবে, আল্লাহতা'লা তাহাকে সকল পাপানুষ্ঠান হইতে রক্ষা করিবেন।

বিছমিল্লাহর বরকত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, একদা দুই শয়তানের সাক্ষাৎ ঘটে। এক শয়তান ছিল শক্তিশালী, অপর শয়তান ছিল দুর্বল। শক্তিশালী

শয়তান দুর্বল শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এই দুরাবস্থা কেন? দুর্বল ও ক্ষীণ শয়তান বলিল আমি এমন এক ব্যক্তির সাহচর্যে আছি যিনি সর্বদা বিছমিল্লাহ পাঠ করেন, ফলে আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

শক্তিশালী শয়তান বলিল, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে থাকি, যে এই সমস্ত বিষয়ে অবগত নহে। সুতরাং, আমি তাহার সকল কাজে শরীক হই। অতঃপর তাহার ঘাড়ে এইভাবে চাপিয়া বসি, যেইভাবে কেহ জানোয়ারের ঘাড়ে চাপিয়া বসে।

মোখতাচারের এক সরায় আছে যে, আবা মোছলেম খাওলানীর এক দাসী তাহাকে খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিত। বিষের প্রতিকার না হওয়ার ফলে দাসী আশ্চার্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। আবা মোছলেম তাহাকে বলিলেন, তুমি কেন এইরূপ করিয়াছ? দাসী বলিল, আপনি বৃদ্ধ এবং মৃত্যুর রেখা আপনার মুখমণ্ডলে দেখা দিয়াছে। সেই জন্য আমি এইরূপ করিয়াছি। আবা মোছলেম বলিলেন, আমি পানাহারের সময় সর্বদা বিছমিল্লাহ্ পাঠ করি। তাই বিষ আমার ক্ষতি করে নাই।

কথিত আছে যে, একদা লোকমান হেকিম দেখিলেন যে, একখণ্ড কাগজ মাটিতে পড়িয়া আছে এবং উহাতে বিছমিল্লাহ লিখা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া যত্ন সহকারে রাখিলেন। পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহতা'লা তাহাকে জ্ঞান দান করেন। কুতব শারানী "ইয়াওকিতে" লিখিয়াছেন যে, একদা হযরত খালিদ বিন ওলিদ কাফেরদের একটি কেল্লা আক্রমণ করিলে তাহারা বলিল, আপনি যদি ইসলামকে সত্য বলিয়া মনে করেন, তবে ইহার সত্যতার নিদর্শন পেশ করুন। হযরত খালিদ বিন ওলিদ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বিষ আন। অতঃপর তিনি বিছমিল্লাহ পাঠ করিয়া উহা খাইলেন; কিন্তু বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই হইল না।

ইহাতে কাফেরগণ স্তম্ভিত হইল এবং সকলে ইসলাম কবুল করিল।

একজন বুজুর্গ শেখ আবুবকর শীরজিকে বিছমিল্লাহ ৬২৫ বার লিখিয়া সাথে রাখিবার উপদেশ দেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহাতে মুখমণ্ডল জ্যোতিঃময় হয়। আবুবকর শিরাজী পরীক্ষা করিয়া ইহার ফল লাভ করেন।

এক কপট ব্যক্তির ধর্মপরায়না স্ত্রী ছিল। এই মহিলা সব কাজেই বিছমিল্লাহ পাঠ করিতেন। ইহাতে উক্ত কপট ব্যক্তি অতিশয় ক্ষুন্ন হইত। একদিন সে স্ত্রীকে দুঃখ ও কষ্ট দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। এই ব্যক্তি একদিন স্ত্রীকে একটি থলি যত্নসহকারে রাখিতে দিল। মেয়েলোকটি থলিটি একটি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীলোকটি থলির কথা ভুলিয়া গেল। ইত্যবসরে তাহার স্বামী থলিটি গৃহের পার্শ্বে একটি কুপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। অতঃপর থলিটি হাজির করার জন্য স্ত্রীলোকটিকে আদেশ করিল। স্ত্রীলোকটি বিছমিল্লাহ পাঠ করিতে করিতে সেখানে থলিটি রাখিয়া ছিলেন, সেদিকে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে আল্লাহতা'লা শীঘ্র থলিটি কুপ হইতে পূর্বোক্ত স্থানে রাখিবার জন্য জিব্‌রাঈলকে আদেশ করিলেন। স্ত্রীলোকটি থলি আনিয়া তাহার স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন। ইহাতে কপট ব্যক্তি আশ্চার্য্য হইল এবং তৎক্ষণাৎ তৌবা করিল। ফলে খোদাতা'লা তাহার ত্রুটি মার্জনা করিয়া দিলেন।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি জগতের প্রতিপালক।

★

সংবাদ

কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা

আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ রাবওয়ায় সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মজলিশে শুরা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি শুরায় যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ঢাকায় মোসলেহ মাউদ দিবস

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে মোসলেহ্ মাউদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকার আমির জনাব মাহমুদুল হাসান আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ঢাকা সিটি নাইট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শাহ মোস্তাফিজুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান কৃষিতথ্য সার্ভিসের চীফ টেকনিকেল অফিসার জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দোয়া সহ আলোচনা সমাপ্ত হয়। আলোচনা শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরন করা হয়।

ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নয়া কায়েদ

সম্প্রতি ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শামসুর রহমান সাহেব নয়া কায়েদ নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে সদর হইতে তাঁহার মঞ্জুরীও আসিয়াছে। জনাব শামসুর রহমান সাহেব দীনের কাজের তৌফিক পাওয়ার জন্য বন্ধুদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

মজলিশের বিদায়ী কায়েদ জনাব হাকিমুদ্দিন আহমদ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কায়েদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বন্ধুদের দোয়ায় এই মোখলেছ ভ্রাতাকেও স্মরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহমদনগরে মোসলেহ মাউদ দিবস

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মোসলেহ্ মাউদ দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে জুম্মার নামাজের পর জনাব প্রাদেশিক আমির সাহেবের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আমির সাহেব মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ)-এর জীবনী আলোচনা করেন।

নারায়ণগঞ্জে মোসলেহ মাউদ জলসা

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ২২শে ফেব্রুয়ারী আসর নামাজের পর আহমদীয়া মসজিদে মোসলেহ্ মাউদ দিবস উপলক্ষে জনাব মুন্সী আবদুল খালেক সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াতে কোরআন পাক ও নজম পাঠের পর মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী হযরত মোসলেহ্ মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নাজের এছলাহ ও এরশাদের ঢাকা আগমন

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাজের এসলাহ ও এরশাদ মাওলানা কাজী মোহাম্মদ নজির লায়েলপুরী

ঢাকায় প্রাদেশিক সালানা জলসায় যোগদানের জন্য ঢাকা আগমণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার সহিত মৌলবী সুলতান মাহ্‌মুদ সাহেব আনোয়ারও ঢাকা আসিয়াছেন। তিনি প্রায় এক পক্ষ কাল পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করিবেন।

প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার যথাযোগ্যভাবে প্রাদেশিক আঞ্জুমানের ৪৯তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জমাত হইতে প্রায় এক হাজার আহ্‌মদীভ্রাতা জলসার যোগদান করেন। সদর হইতেও দুইজন প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেন। তাঁহারা হইলেন, নাজের এসলাহ্ ও এরশাদ আল্লামা মোহাম্মদ নজির লায়ালপুরী এবং এসলাহ্ ও এরশাদের মওলানা সুলতান মোহাম্মদ আনওয়ার। প্রাদেশিক আমির জনাব মওলবী মোহাম্মদ সাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোওয়ার সহিত জলসার উদ্বোধন করেন।

জলসায় ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, ইসলাম ও বস্তুবাদ, হজরত রসুলে করীম (সঃ) এর জীবনী, মসিহ মাউদ (আঃ) সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আঃ) তাহাক্কুজে খতমে নবুয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, পরকাল, জীবন্ত ধর্মের বরকত রসুলে করীম (সাঃ)-এর হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার সময় নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজরের নামাজের পর পবিত্র কোরানের দরস অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহতালার ফজলে জলসায় মোট ৭ জন ভ্রাতা বয়াত করেন। বন্ধুগণ তাহাদের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করিবেন।

সদর প্রতিনিধিদের বিভিন্ন জমাত পরিদর্শন

সদর হইতে আগত প্রতিনিধি আল্লামা আহম্মদ নজির লায়ালপুরী এবং মওলানা সুলতান মোহাম্মদ আনওয়ার বর্তমানে প্রাদেশিক আমির সাহেবকে সংগে করিয়া প্রদেশের বিভিন্ন জমাত পরিদর্শন করিতেছেন। তাহারা ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ, রেকাবী বাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও ইহার নিকটবর্তী জমাত সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাহারা উত্তরবঙ্গের বিশেষ বিশেষ জমাতসমূহ পরিদর্শন করিবেন। সদর প্রতিনিধিগণ আগামী ২৫শে মার্চ রাবওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বার্ষিক জলসা

গত ৬ই, ৭ই এবং ৮ই মার্চ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম বার্ষিক জলসা শান-শওকতের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সদরের প্রতিনিধিগণ উক্ত জলসায় যোগদান করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও ইহার পার্শ্ববর্তী জমাতসমূহ হইতে কয়েকশত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি জলসায় যোগদান করেন। জলসায় বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদনগর জলসা

আগামী ১৩ই ও ১৪ই মার্চ আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। সদর প্রতিনিধিগণ ও জনাব আমির সাহেব উক্ত জলসায় যোগদান করিবেন।

কাকুরা জলসা

আগামী ১৬ ও ১৭ই মার্চ কাকুরা, নাটোর ও মাহমুদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা

কাকুরায় অনুষ্ঠিত হইবে। সদর প্রতিনিধিগণ উক্ত জলসায় যোগদান করিবেন।

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বন-ভোজন

আগামী ২৩শে মার্চ ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ হইতে একটি বন-ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছে। বন্ধুগণ বনভোজনের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন।

দোওয়ার আবেদন

পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা নিবাসী ভগ্নি আনোয়ারা বেগম বন্ধুদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। বন্ধুদিগকে এই নেকভগ্নির জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খৃষ্টের জীবন্ত সমাধি ?

"তুরান, ইটালী, ৫ই জানুয়ারী (১৯৭০)(এ, পি)—যীশু খ্রীষ্টের শবাচ্ছাদন বস্ত্র হিসাবে পরিচিত পবিত্র বস্ত্র খণ্ডটি গত গ্রীষ্মকালে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন বলে আজ এখানে জানা গেছে।

শবাচ্ছাদনটি শীঘ্রই নষ্ট করে ফেলা হবে বলে যে গুজব রটেছে তা' অস্বীকার করে ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষার কথা জানান।

একটি সুইস্ সংস্থা গত বছর গ্রীষ্মকালে জানান যে, ভ্যাটিকান পবিত্র শবাচ্ছাদনটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলার কথা ভাবছেন।

পবিত্র শবাচ্ছাদনের আন্ত-র্জাতিক সংস্থা বলেন· শবাচ্ছাদনের আলোকচিত্র তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্রুশ থেকে নামানোর পরেও যীশু জীবিত ছিলেন।

এই সংস্থা শবাচ্ছাদনে রক্তের চিহ্ন দেখে এই ধারণা করেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নিষ্প্রাণ দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে না। বাইবেলে বর্ণিত খ্রীষ্ট জীবনী থেকে জানা যায় যে, শবাচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়ার আগে যীশুর দেহ ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইটালীর সংবাদ সংস্থা 'আন্‌সা' জানিয়েছে, কয়েক জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত এক কমিটি গোপন শবাচ্ছাদনটি পরীক্ষা করেন। তাঁরা শবাচ্ছাদনটিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন বলে জানা গেছে।' [বিশ্ব-বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা 'এসোসিয়েটেড প্রেস' এ সংবাদটি সরবরাহ করে এবং বিশ্বের বহু সংবাদপত্রে সংবাদটি মুদ্রিত হয়]

★

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর	" "
৩।	রসুল প্রেম	" "
৪।	ঐশী বিকাশ	" "
৫।	একটি ভুল সংশোধন	" "
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	" "
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	" "
১০।	মোহাম্মদী মসীহ্ (ইংরেজী নবীর উত্তরে)	মৌলবী মোহাম্মাদ "
১১।	কলেমা দর্শন	"
১২।	হযরত ঈসা (আঃ) একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন	"
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	"
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	"
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	"
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	"
১৭।	মহা সুসংবাদ	"

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী
পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● কিসতিয়ে নূহ ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Rs. 1·25
● Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
● আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 1·00
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● তফসীরে সাগীর ঃ	মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	Rs. 23·75
● ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir		Rs. 3·00

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibasar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.